রাম সিনে আর্টস নিবেদিত

তরুণ মজুমদারের

দাদার কীর্তি

ইস্টম্যানকলার

রাম গুপ্ত প্রযোজিত

রাম সিনে আর্টস-এর নিবেদন

দাদার কীর্তি

ইস্টম্যানকলার

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল কাহিনী অবলম্বনে

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : তরুণ মজুমদার

সুরসৃষ্টি . হেমন্ত মুখোপাধ্যায় । আলোকচিত্র . শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রধান সম্পাদক . রমেশ যোশী । সম্পাদনা . শক্তিপদ রায় । শিল্পনির্দেশ . সুরেশচন্দ্র চন্দ্র । শব্দ-পুনর্যোজন . মঙ্গেশ দেশাই । শব্দগ্রহণ . অনিল দাশগুপ্ত, সোমেন চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ও অমূল্য দাস । নৃত্য নির্দেশনা . অসিত চট্টোপাধ্যায় । সঙ্গীতানুলেখন . সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মঙ্গেশ দেশাই । কর্মাধ্যক্ষ . দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় । কর্মসচিব . নিখিল সেনগুপ্ত । সংগঠন . ঈশ্বরলাল শর্মা । সংগঠন সহায়তা . সাবিত্রী দাস ও নরেন্দ্র লাটা । চিত্রনাট্য সহায়তা . অরুণ মুখোপাধ্যায় । অর্থনৈতিক উপদেষ্টা . পি জে ভিদে । রূপসজ্জা . মনতোষ রায় ও শম্ভু দাস । স্থিরচিত্র . ধীরেন দেব । সাজসজ্জা . পুলিন কয়াল, অজিত দাস, দি নিউ স্টুডিও সাপ্লাই । বাদ্যবৃন্দ-সংগঠন . সমীর শীল ও বাবলু । বহির্দৃশ্য সংগঠন . অর্ণব মজুমদার, কমল সেন, সুনীল ঘোষ । আলোক সম্পাত . প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন দাস, তারাপদ মান্না, সুনীল. কাশী, হংসরাজ, রামদাস, কালটু ।

গীতরচনা . কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও হৃদয়েশ পাণ্ডে ।

নেপথ্য কণ্ঠ . হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, অরুন্ধতী হোমচৌধুরী, শক্তি ঠাকুর বিটু সমাজপতি ও গৌরী ঘোষ ।

। ইস্টম্যানকালার ।

আনন্দ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে গৃহীত এবং বম্বে ফিল্ম ল্যাবরেটারী (বম্বে), ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারী (কলকাতা) ও ফিল্ম সার্ভিসেস (কলকাতা)-তে পরিস্ফুটিত ।

। সহকারী ।

পরিচালনায় . শ্রীনিবাস চক্রবর্তী, কুশ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় । আলোকচিত্র . দেবেন্দ্র দে ও দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় । সুর . সমরেশ রায়, বেলা মুখোপাধ্যায়, পরিমল সেন । শিল্পনির্দেশ . সমরেশচন্দ্র চন্দ্র । সম্পাদনা . জয়ন্ত লাহা । সংগঠনে . রমেশ গান্ধী, গৌর বণিক । রূপসজ্জা . তারাপদ পাইন । শব্দগ্রহণ . বাবাজী শ্যামল । ব্যবস্থাপনা . জগদীশ মজুমদার, সুবীর ঘোষ, যাদব বেহরা, মণি ভদ্র ও মোহন মিশ্র ।

। রূপদানে ।

নবাগত তাপস পাল । মহুয়া রায়চৌধুরী । অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় । দেবশ্রী রায় । অনুপকুমার দাস কালী বন্দ্যোপাধ্যায় । রুমা গুহঠাকুরতা । সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় । শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায় । সুলতা চৌধুরী হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় । কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় । সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় । নিমু ভৌমিক । শক্তি ঠাকুর অপরেশ চন্দ্র । কুণাল দে । বিকাশ রায় । চিন্ময় মিশ্র । মৃন্ময় মিশ্র । অশোক দাস । শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । রণজিৎ ঘোষ । নটরাজ চট্টোপাধ্যায় । সঞ্জীব দাশগুপ্ত । সুদীপ সরকার । চন্দন দাস ইন্দ্রনীল রক্ষিত । ইন্দুলেখা দেবী । সোনালী চট্টোপাধ্যায় । দীপিকা দাস । ঝর্ণা ঘোষ । মন্দিরা চক্রবর্তী অরুন্ধতী ভট্টাচার্য্য । অলক্তা চাকলাদার । শ্রাবণী চট্টোপাধ্যায় । সুজাতা সেন । শ্রাবণী পাকড়াশী মনু মুখোপাধ্যায় । মন্মথ মুখোপাধ্যায় । রমেশ মুখোপাধ্যায় । নিখিল সেনগুপ্ত সমীর মুখোপাধ্যায় । ভূপেন চৌধুরী । পিলু মজুমদার । বলাই দাস । হারাধন বসু । শশাঙ্ক ভট্টাচার্য্য লক্ষ্মী অধিকারী । ফকিরদাস কুমার । ধীমান চক্রবর্তী । অসীম মুখোপাধ্যায় বীরেন দাশগুপ্ত । অমল ঘোষ দস্তিদার ও আরো অনেকে

এবং

বিশিষ্ট চরিত্রে সন্ধ্যা রায় ও শমিত ভঞ্জ (অতিথি শিল্পী)

কাহিনী

কলকাতায় তিন তিনবার ফেল করে কেদার চলে এল পশ্চিমে, তার জ্যাঠার কাছে থেকে এখানকার কলেজে পড়তে । জ্যাঠা পরিতোষবাবু, বেশ নামকরা উকিল, স্ত্রী মনোরমা, বড় ছেলে অনিল, পুত্রবধূ চঞ্চলা আর ছোট ছেলে সন্তুকে নিয়ে তার সংসার । অনিল চাকরির খাতিরে বাইরে বাইরেই থাকে । সন্তু থার্ড ইয়ার সায়েন্সের ছাত্র ।

একটু দূরেই রিটায়ার্ড জজ্ ক্ষিতীন্দ্রবাবুর বাড়ী । তার দুই মেয়ে—সরস্বতী আর বীণা—আচার ব্যবহার আর স্বভাবে যেন ঠিক উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু । সরস্বতী কাঠখোট্টা, গম্ভীর, পড়াশোনায় অসম্ভব রকমের ব্রিলিয়ান্ট । বীণা নরম-সরম, গুটিশুটি, মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে । সে জানে, ও বাড়ীর সন্তুর সঙ্গে তার বিয়ে ছেলেবেলা থেকেই ঠিক হয়ে আছে । তাই আসতে যেতে দেখা, দেখা হলেই লজ্জা, না দেখা হলে মন-কেমন-করা, চোখে হারানো—ইত্যাদি এ বয়সে যা যা কিছু ঘটা স্বাভাবিক, সবই তার ঘটছে । সরস্বতীর ওসব বালাই নেই । তার মিলিটারি মেজাজের সামনে দাঁড়িয়ে ভালবাসা জানানো তো দূরের কথা—ভালো করে তার দিকে তাকাবে এমন ছেলেই এ তল্লাটে নেই ।

এরই মধ্যে এসে হাজির হল কেদার । তার অগোছালো, ভোলাভালা, সাদামাটা চেহারা দেখে প্রথম নজরেই তাকে রামবোকা বলে ঠাউরে নিল—স্থানীয় ছেলেদের দলের লীডার, ভোম্বল । বুদ্ধি আঁটল, হাবাগোবা এই নতুন ছেলেটাকে নিয়ে কদিন বেশ মজা করা যাবে ।

শুরু হল ভোম্বলের মজার খেলা । যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি বদ-বুদ্ধিতে ভরা । কেদার অতোশত বোঝে না । সে বিশ্বাস করে ভোম্বল তার পরম হিতৈষী কারণ ভোম্বল কথা দিয়েছে, যে করে হোক কেদারকে গড়ে-পিঠে মানুষ করে তুলবেই ।

একদিন কেদারকে জোর করে সরস্বতীদের বাড়িতে টেনে নিয়ে যায় ভোম্বল । রসিকতা করে পরিচয় করিয়ে দেয়, ইউনিভারসিটির নামকরা ফার্স্ট বয় হিসেবে । কেদার প্রতিবাদ করতে চায়, কিন্তু চৌকশ ভোম্বল সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দেয় তাকে । এদিকে, এসব শুনে সরস্বতী কেদারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে । আর কেদার ? চোখের সামনে সরস্বতীকে দেখতে পেয়ে সে মুগ্ধ, বিস্মিত ।

এই হল সরস্বতীর জীবনের প্রথম ভালবাসার ইতিহাস । প্রথম ভালবাসা কেদারেরও—আপন মনে সে স্বপ্নের জাল বুনে চলে । ভোম্বল লক্ষ্য করে চলে সবই । তারপর সময় বুঝে একটা উড়ো চিঠি ছাড়ে সরস্বতীর উদ্দেশ্যে । প্রকাশ করে দেয়, কেদারের সত্যিকারের অপদার্থতার পরিচয় ।

সে চিঠি স্তম্ভিত করে দেয় সরস্বতীকে । জীবনের দুর্বলতম জায়গায় আঘাত পেয়ে সে যেন পাগল হয়ে যায় । নিরুদ্ধ অভিমান নিয়ে আগ্নেয়গিরির মতো গর্জে ওঠে—অপমানে অপমানে চুরমার করে দেয় কেদারকে । সব আঘাত মাথা পেতে মেনে নেয় কেদার । ঠিক করে সরস্বতীর জীবন থেকে সে অনেক দূরে সরে যাবে ।

কিন্তু.....

যেতে চাইলেই কি দূরে সরে যাওয়া যায় ? যে বন্ধনহীন ডোরে বাঁধা পড়েছে দুটি মন, চোখে দেখা না যাক্—তাকে ছেঁড়া কি এতই সহজ ?

। কৃতজ্ঞতা স্বীকার ।

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, শ্রীমতী সুকৃতি চক্রবর্তী, শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ রায়, শ্রীমিহির আড্ডি, শ্রীদশরথ সিং (শিমুলতলা), শ্রীহীরক মিত্র, শ্রীমন্টু সেন, শ্রীবংশী সেন, শ্রীকমল ধর, শ্রীশান্তি চট্টোপাধ্যায় শ্রীগোপাল হালদার, শ্রীকল্যাণ মজুমদার ও শিমুলতলার অধিবাসীবৃন্দ ।

এক । কথা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

বয়েই গেছে !
তোমার ডাকে সাড়া দিতে বয়েই গেছে।
সাত-রাজা-ধন-মাণিক যখন পাওয়া আমার হয়েই গেছে,
—বয়েই গেছে !

হাওয়ায় হাওয়ায় হঠাৎ খুশির সানাই বেজে যায়,—
বলতে সে কি চায়, বল তো, বলতে সে কী চায় ?
বলছে সে যে পা ফেলেছি সব পেয়েছির দেশে
ঘুম ভেঙেছে, স্বপ্ন তবু রয়েই গেছে ॥

চোখের ওপর দেখি যে সেই পুতুল খেলার ঘর—
সেই খেলার আড়ি, খেলার সে ভাব, খেলার স্বয়ম্বর।
রাঙা সিঁদুর টিপ পরা সেই পুতুল কনের সাজ
সত্যি হল আজ ! কী করে সত্যি হল আজ ?
কুড়িয়ে পেলাম ঐ বিধাতার আশীর্বাদের ফুল
স্বপ্ন যে তাই সত্যি আমার হয়েই গেছে ॥

দুই । রচনা ঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের অংশ

গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে পর্বত শিখরে,
অরণ্যে তমশ্ছায়া।
মুখর নির্ঝর কলকল্লোলে
ব্যাধের চরণধ্বনি শুনিতে না পায় ভীরু
হরিণদম্পতি।
চিত্রব্যাঘ্র পদনখচিহ্নরেখাশ্রেণী
রেখে গেছে ওই পথপঙ্ক-'পরে
দিয়ে গেছে পদে পদে গুহার সন্ধান ॥

অর্জুন। অহো, কি দুঃসহ স্পর্ধা !
অর্জুনে যে করে অশ্রদ্ধা
সে কোনখানে পাবে তার আশ্রয় !

চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন ! তুমি অর্জুন !

অর্জুন। হাহাহাহা হাহাহাহা, বালকের দল,
মা'র কোলে যাও চলে—নাই ভয়।
অহো, কি অদ্ভুত কৌতুক।

চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন ! তুমি অর্জুন !
ফিরে এসো, ফিরে এসো—
ক্ষমা দিয়ে কোরোনা অসম্মান,
যুদ্ধে করো আহ্বান !
বীর-হাতে মৃত্যুর গৌরব
করি যেন অনুভব—
অর্জুন ! তুমি অর্জুন !

সখী। সখী, কী দেখা দেখিলে তুমি !
এক পলকের আঘাতেই
খসিল কি আপন পুরানো পরিচয়।
রবিকরপাতে কোরকের আবরণ টুটি
মাধবী কি প্রথম চিনিল আপনারে ॥

চিত্রাঙ্গদা। বঁধু, কোন আলো লাগল চোখে !
বুঝি দীপ্তিরূপে ছিলে সূর্যলোকে !
ছিল মন তোমারি প্রতীক্ষা করি
যুগে যুগে দিন রাত্রি ধরি,
ছিল মর্মবেদনাঘন অন্ধকারে—
জন্ম-জনম গেল বিরহশোকে।
অস্ফুট মঞ্জরী কুঞ্জবনে
সঙ্গীতশূন্য বিষণ্ণ মনে
সঙ্গীরিক্ত চিরদুঃখরাতি
পোহাব কি নির্জনে শয়ন পাতি !
সুন্দর হে, সুন্দর হে,
বরমাল্যখানি তব আনো বহে,
তুমি আনো বহে।
অবগুণ্ঠন ছায়া ঘুচায়ে দিয়ে
হেরো লজ্জিত স্মিত মুখ শুভ আলোকে ॥

তিন । কথা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

এসো প্রাণভরণ দৈন্যহরণ হে।
বিশ্বভূপ পরম শরণ হে ॥

জ্যোতিপূর্ণ করো হে গগন
সুধাগন্ধে ভরো হে পবন

গড়ো চিত্ত-ভবন শান্তি-সদন
দুঃখবিঘ্ন তরণ হে ॥

তব কৃপা করুণার কণিকা করো হে দান—
অন্তর হোক অক্ষয়সুখে চিরসম্পদমান।
প্রেমসিন্ধু হাদয়ানন্দে
চলুক বহিয়া ছন্দে ছন্দে
হোক জীবন ধন্য, এসো অনন্য—
বাড়াও শান্ত চরণ হে ॥

চার । রচনা ঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে,
নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে—
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে ॥

স্খলিত শিথিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার,
ফেলো না আমারে ছড়ায়ে ॥

চির পিপাসিত বাসনা বেদনা
বাঁচাও তাহারে মারিয়া।
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী
তোমারি কাছেতে হারিয়া।
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে
পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে—
তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে॥

পাঁচ । রচনা ঃ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

জনম অবধি কার তোমা পরে অধিকার
'প্রিয়' বলে ডাকিবার দিয়াছেন বিধি
জানিনা গো আমি তাহা তবু যদি ভাবি আহা
পাইতাম তোমা হেন হৃদয়ের নিধি

তোমার বিহনে শুধু প্রাণ মোর করে ধূ ধূ
যেন গো সিকতাময় নিদারুণ মরু
সুনিবিড় ছায়াদানে জুড়াও শীতল প্রাণ
তুমি এ সাহারামাঝে সুশীতল তরু

প্রাণের গোপন কথা প্রকাশিছে ব্যাকুলতা
বাহির হইতে চায় লাজ পরিহরি
লেখনী সে বাধোবাধো কহে কথা আধো আধো
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে সরম প্রহরী
ভাঙি সরমের বাঁধ মনের আকুল সাধ
গিরিজা-তটিনীসম ধায় তব পানে
তুমি মম হে নাগর তুমি মম হে সাগর
হতাশা দিয়ো না ঠেলে তৃষিত পরাণে

তাই আজ যেচে এসে পড়েছি চরণ দেশে
জেনো মোরে এ জগতে বড় অভাগিনী
নয়নে কিসের জ্বালা হৃদয়ে বিষের জ্বালা
কাণে বাজে সকরুণ হতাশ রাগিনী

তাই এই বাচালতা চপল চটুল কথা
আনমনে কত শত বাতুল প্রলাপ
এই বলে ক্ষমা কর একটি কঠিন শর
হানিয়াছে মোর প্রাণে মদনের চাপ

ছয় । কথা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও হৃদয়েশ পাণ্ডে

ছ্যা রা রা রা রা রা রা রা—
হোলি হ্যায়!
প্রথম দল । সাত সুরোঁ কি বাঁধ্ পায়েলিয়া
সতরঙ্গী তন্ ওড়্ চুনরিয়া—
হোলি আয়ী, হোলি আয়ী রে।
হোলি আয়ী সুখদায়ী মন ভায়ী মিতোয়া—
হোলি আয়ী রঙ লায়ী অঙ্গড়ায়ী মিতোয়া—
হোলি হ্যায়!

দ্বিতীয় দল । আনো রং পিচকারি রং দাও ছড়িয়ে,
লালে লাল আবিরে মন দাও ভরিয়ে,—
এলো রে এলো রে এলো হোলি এলো রে
রঙে রঙে মন প্রাণ রাঙা হল রে।

ললিত রঙ্গে রস তরঙ্গে
প্রাণের সঙ্গে হোলি খেল,
কুমকুম ফাগে রাঙা অনুরাগে
অন্তর মন ভরে তোল।
কুঞ্জ কোকিলা পঞ্চম রাগে
রাঙা মিতালির সুর তোলে—
রাঙা ফুলে ফুলে সুরে দুলে দুলে
রঙিলা ভ্রমরা কথা বলে।
হোলি হ্যায়।

প্রথম দল । আজ দিবস জগ্ পরম পরব হ্যায়
করো না কৌন ঠিঠোলী,
পগ্ পগ্ তেরো বৃন্দাবন হ্যায়
অঙ্গ অঙ্গ রঙ্গোলি।
রং ভরো সম্হালো নিহারো নখ্ সিখ্ লৌ,
আঁখিয়ন মে উতারো ভাই,
এহি দিল ভরলো!
হোলি হ্যায়!

দ্বিতীয় দল । এলো রে এলো রে এলো হোলি এলো রে—
রঙে রঙে মনপ্রাণ রাঙা হল রে!
দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি বাজে মৃদঙ্গ
বেজে ওঠে করতাল—
আবির কুঙ্কুমে মঞ্জুল কুসুমে
বৃন্দাবন লালে লাল।
হোলি হ্যায়!

প্রথম দল । আজ না কোঈ ছোটা সাথী
অওর না কোঈ মহান—

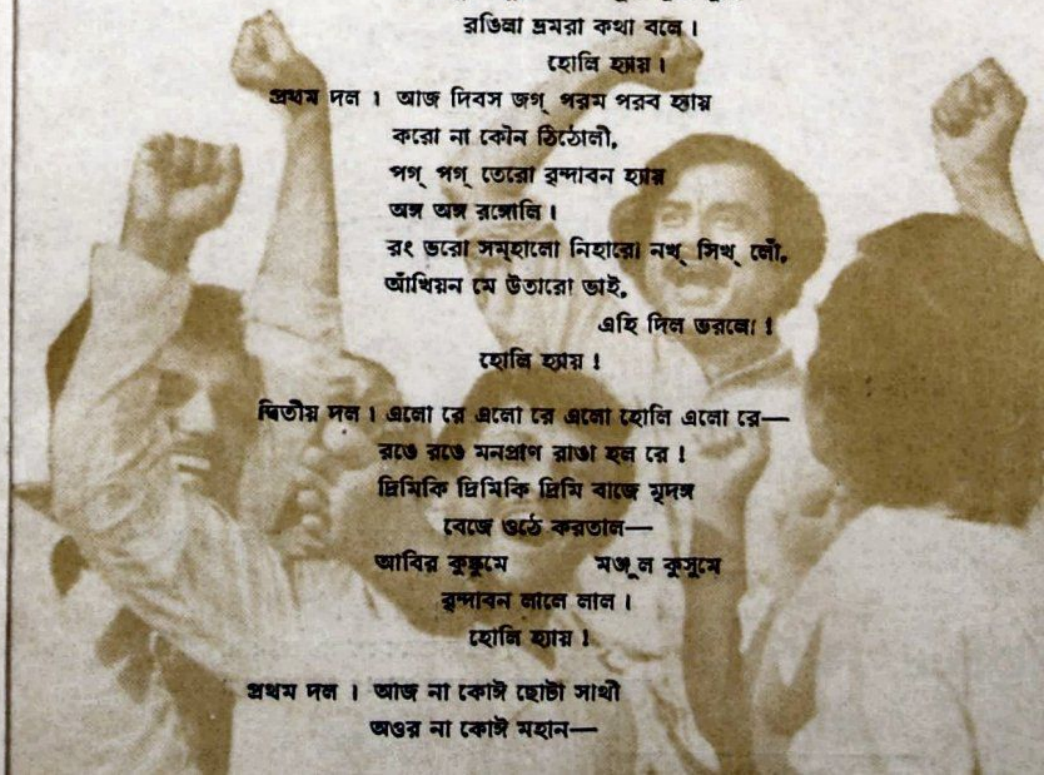

দ্বিতীয় দল। এসো হে বন্ধু থেকো না দূরে
গাও ফাগুয়ার গান।
এই মিলনের রঙিন হরষে
রাঙিয়ে নাও পরাণ—

প্রথম দল। সব কী আঙিনা উড়ে আবিরিয়া
দিশা দিশামে গান।
হোলি আয়ী সুখদায়ী মন ভায়ী মিতোয়া—
হোলি আয়ী রঙ লায়ী অঙ্গরায়ী মিতোয়া।

দ্বিতীয় দল। আনো রং পিচকারি রং দাও ছড়িয়ে,
লা ল লাল আবিরে মন দাও ভরিয়ে।
এলো রে এলো রে এলো হোলি এলো রে
রঙে রঙে মনপ্রাণ রাঙা হল রে।
ছ্যা রা রা রা রা রা রা রা—
হোলি হ্যায়!

সাত। কথা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

কী রূপে যে কখন আস ওগো বসন্ত।
কেউ জানে না রঙ্গ তোমার কত অনন্ত॥
সাজিয়ে নানা রঙের মেলা
খেলছ কত মধুর খেলা
তুমি উচ্ছলতায় চঞ্চলতায় কত দুরন্ত॥
চমকে উঠে তাই তো দেখে মন,
না বুঝে আজ এসেছ কখন—
দিলে নতুন সম্ভাষণ
বাঁধন খুলে এই আমাকে
ভাসিয়ে দিলাম তোমার ডাকে—
উড়িয়ে দেবার মাতনে আজ হলাম অশান্ত॥

আট। রচনা ঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

এই করেছ ভালো, নিঠুর হে, নিঠুর হে, এই করেছ ভালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো॥
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো॥
যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার
আঘাত সে যে পরশ তব, সেই তো পুরস্কার।
অন্ধকারে মোহে লাজে চোখে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোলো আগুন করে আমার যত কালো॥

এসডি প্রিন্টার্স। ক'লকাতা ছয়